দৈনিক বাংলা

372

তারিখ ... 7/9/82 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 7 ...

080

জনমত

একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থা

ঢাকা শহরের ফার্মগেইটে অবস্থিত তেজগাঁও পলিটেকনিক সরকারী বালক বিদ্যালয়টি একটি বিরাট ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিবেদিত প্রাণ, নিষ্ঠাবান আদর্শ প্রধান শিক্ষক জনাব নূর মোহাম্মদ সাহেবের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম, বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলীর প্রচেষ্টায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একটি আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ স্কুলের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলো। এই প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রতি বছর শত শত ছাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

গত ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে জনাব নূর মোহাম্মদ সাহেবের অবসর গ্রহণের পরে বিদ্যালয়টি সরকারী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এর অব্যবহিত পর থেকেই বিদ্যালয়টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যবস্থা দেখা দিয়েছে। তিন হাজার ছাত্র ছাত্রী সংবলিত এই বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে অবিলম্বে একজন সুযোগ্য, আদর্শ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে। গত জানুয়ারী মাসে অত্র বিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষক অবশ্য নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়ে বর্তমানে বিদ্যালয়ে তিনি অনুপস্থিত আছেন; তাছাড়া বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ১০৫ জন শিক্ষকের পদ থাকা সত্ত্বেও সরকারী হওয়ার দীর্ঘ সতের মাস পরেও ২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি; এবং দুইজন প্রধান শিক্ষকের পদও এখন পর্যন্ত শূন্য রয়েছে। ফলে প্রতিদিন অনেকগুলি ক্লাস শিক্ষকবিহীনভাবেই চলছে। আরো উল্লেখ্য, এ বিদ্যালয়ের বিশেষ আকর্ষণ শিল্পকলা বিভাগের কয়েকটি বিষয়ের স্থায়ী কোন শিক্ষক না থাকায় এই বিভাগের ছাত্রেরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় শিল্পকলা বিভাগে এই বিদ্যালয়েরই একটি ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে কোন সুইপার বা ঝাড়ুদার নেই। ফলে ছোট ছোট ছাত্ররা প্রত্যহ শ্রেণীকক্ষ ঝাড়ু দিতে যেয়ে জামা-কাপড় নষ্ট করছে। কিন্তু পায়খানা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করার কোন উপায় নেই, এবং হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও পানীয় জলের অভাব এত প্রকট যে ক্লাসের সময় ছাত্ররা রেস্তোরাঁয় বা পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলিতে পানি পানের উদ্দেশ্যে ভিড় জমাতে বাধ্য হয়।

দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের অভাবে সৃষ্ট অচলাবস্থা বিদ্যালয়টির সুনামই শুধু ক্ষুণ্ণ করেনি, ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এক চরম হতাশারও সৃষ্টি করেছে।

তাই সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, বিদ্যালয়টির উল্লিখিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে বিরাজমান অচলাবস্থার সঠিক কারণ নিরূপণ ও তার প্রতিকারের আশু ব্যবস্থা নিয়ে সুস্থ পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া লেখার সুযোগ দান করা হোক।

—ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজন অভিভাবক, মোঃ আনোয়ার উল্লাহ, মোঃ এনামুল হক, মোঃ নুরুল হক, মোঃ ইয়াকুব আলী, রাজাবাজার, ঢাকা-১৫।